

## বিধাতার সাথে কিছুক্ষণ

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

ইংল্যান্ড

### ১) আলিফ, লাম, মিম।

- প্রভু, বড় আশা নিয়ে আপনার বইখানি পড়তে বসেছি। আরবীতে থোড়া-ই জ্ঞান আছে। তিনটা অক্ষর দিয়ে যা বল্লেন তার মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝলামনা। ক্ষুদ্র জ্ঞানে ধরেই নিলাম- আলিফ দিয়ে আল্লাহ, লাম দিয়ে জিব্রাইল, আর মিম দিয়ে মুহাম্মদ।

ওসব আমার বুঝার দরকার নেই? আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু প্রভু, বই খানি আরবীতে লিখে আমাকে বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম দিলেন। তবুও ভাল, আমার বাবাতো মুসলমান। সুব্রত হালদার কাকার ঘরে যদি জন্ম হতো, তোমার এ পবিত্র গ্রন্থখানি ছুঁয়েও কোনদিন দেখার ভাগ্য হতোনা। রাগ করবেন না প্রভু, পাঠের নামটা কিন্তু আমার পছন্দ হয় নাই। (বেকনা-বাছুর, গাভী, গরু, The Cow বাংলা ব্যাকরণের গরুর রচনার মত শুনায়।

এটা রচনা নয়? আগে বাড়বো? আচ্ছা ঠিক আছে।

### ২) জালিকাল কিতাবু লা-রাইবাহিহ্।

এই বই, সেই বই. যে বইয়ে কোন সন্দেহ নেই।

- প্রভু, সেই বই বল্লেন কেন? ও আচ্ছা, এই বই অনেক দিন পূর্বের লিখা যা এতদিন লাওহে-মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে লাওহে-মাহফুজ কত দূর প্রভু? হাদিস্ শরীফে দেখবো? ঠিক আছে। হাদিস্ শরীফ, হাদিস্ শরীফ, সব গুলো হাদিস্ তন্ন-তন্ন করে দেখছি প্রভু, একটু সময় দিন, প্লীজ। ইউরে---কা ! পেয়ে গেছি। সাত জমিন সাত আসমান, তারপরে লাওহে মাহফুজ, যেখানে গেলে পাওয়া যাবে একখানি গ্রন্থ সযতনে রাখা আছে সেই সৃষ্টির উষা-লগ্ন থেকে। পৌষ মাসের চাঁদের বুড়ীর কাটা সুতোর মত একটু একটু করে ধীরে ধীরে বই খানি নেমে এসেছে এ ধরায়, যা আমার সামনে আমি পড়ছি। প্রভু, আমার ভয় হচ্ছে, সামনে অংকের মত কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। আমি কিন্তু অংকে বড় কাঁচা। ইলেক্টিভ ম্যাথমাটিক্স আমি হেইট করি। ৫, ৭, ৪০, ৭০, ৯৯, ১০০, ৫০০ আর সরল অংকের কিছু যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ ব্যাস। এক আসমান থেকে আরেক আসমানের দূরত্ব ৫শো বছরের রাস্তা, অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ টু লাওহে-মাহফুজের দূরত্ব ৫শো বছর  $\times ৭ = ৩৫শো$  বছরের রাস্তা। কি লুকোচুরিই না জানো প্রভু। সুবহানাল্লাহ্, অনন্ত প্রশংসা তোমার। সাড়ে তিন হাজার বছরের রাস্তা পায়ে হেঁটে, গাড়ি দিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে, কি দিয়ে, ঘন্টায় কত মাইল

বেগে, এর কোন সন্ধান পেলাম না। আর পেয়েও লাভ নেই। এক আসমানই যখন অতিক্রম করা কোন মানুষের পক্ষে কোনদিন সম্ভব নয়, তখন ৭, ৭০, ৭০০শো আকাশ হলে মানুষের কি আসে যায়। কিন্তু তাই বলে প্রভু, ভূমিকাতেই **রাইবা** (সন্দেশ) শব্দটা উল্লেখ করার কি কোন প্রয়োজন ছিল? আফটার অল্ আপনার বইয়ে সন্দেশ করে, এমন মানুষ আপনি সৃষ্টিইবা করবেন কেন?

**হুদাল্লিল মুতাকীন।** এতক্ষণে বুঝেছি প্রভু, এটা গরু রচনা নয়, এটা মুতাকীনদের জন্য গাইড-বুক। একটি নির্দিষ্ট দল এই বই পড়ে বেনিফিটেড হবে আর বাদ-বাকি জগতের বিশাল জনগোষ্ঠির কি হবে ভেবে মনটা ব্যথিত হলো। আচ্ছা, প্রভু মুতাকীন কারা?

**৩) আল্লাজিনা ইয়ুমিনুনা বিন্ গাইবি, ওয়াইয়ুকিমুনা-সসালাতা ওয়া মিম্মা রাজাকনা-হুম য়ুন্ফিকুন।**

যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ আদায় করে, আর আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ করে।

- প্রভু, একটু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছেনা? আগেরটা পেছনে, পেছনেরটা আগে? আমি ভাবছিলাম কাট্-স্টিভেন এর মত আগে সম্পূর্ণ বইখানি পড়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেব। কাট্-স্টিভেন নাকি বলেছেন তিনিই ভাগ্য ভাল তিনি মুসলমানদেরকে জানার আগে কোরআন জানতে পেরেছেন। প্রভু, বাংলাতে আপনার আরবী কথা গুলো পড়তে অসুবিধা হচ্ছে, যদি মাইন্ড না করেন, মাঝে মাঝে শুধু বাংলায় বাক্যের অর্থ গুলো পড়বো কেমন?

**৪) ওয়ালাজিনা য়ুমিনুনা বিমা উন্জিলা ইলাইকা ওয়মা উন্জিলা মিন কাবলিকা ওয়াবিল আ-খিরাতিহুম য়ুকিনুন।**

আর যারা ঈমান রাখে, তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর এবং বিশ্বাস করে পরকালের ওপর।

- প্রভু, বাক্যটি যেন ডাইরেক্ট হয়ে গেল, কেন জানি লাইভ ফ্রেশ কথা মনে হয়। কত আগে সেই কোন্ যুগে হুবহু এভাবে লিখে লাওহে মাহফুজে রেখেছিলেন? বাবা আদমকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় বই খানি তাঁর হাতে দিলেইতো তিনি বগলে করে নিয়ে আসতে পারতেন। অন্যান্য বই গুলো কষ্ট করে লিখার প্রয়োজন কি ছিল? মানুষ কি সর্বনাশটাই-না করলো সেই বই গুলোর। লার্ণড্ বাই মিস্টেইক প্রভু। মানুষও এরকম মিস্টেইক করে।

**৫) উলা-ইকা আলা হুদাম্মিররাব্বিহিম ওয়া উলা-ইকা হুমুল মুফলিহুন।**

তারা আছে তাদের প্রভুর দেখানো সঠিক পথে আর তারাই হচ্ছে সফলকাম।

- আমিও চাই প্রভু তোমারই পথে চলতে, কিন্তু তার আগে গাইড-বুক খানি পড়ে নিতে চাই, পাছে মানুষ ভুল ব্যাখ্যা শুনায়। আজকাল ভুল ব্যাখ্যার প্রচুর ছড়াছড়ি, কাউকে বিশ্বাস করা মুশকিল।

৬) ইন্নালাজিনা কাফারু ছাওয়াউন আলাইহিম আ-আন্জারতাহুম আমলাম তুন্জিরহুম লা- য়ুমিনুন।

অবশ্যই যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে তুমি সতর্ক করো আর না-ই করো, তারা ঈমান আনবেনা বিশ্বাস করবেনা।

- বড়-বড় আজাব গজবের কথা শুনালেও কাজ হবেনা? বি কজ্ হোয়াট প্রভু?

৭) খাতামান্নাহু আলা- কুলবিহিম, ওয়াআলা সাময়িহিম ওয়াআলা আবসারিহিম গিশাওয়াহ্, ওয়ালাহুম আজাবুন আজিম।

আল্লাহ্ তাদের অন্তরে, কানে ও চোখে সীল-মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের জন্য আছে ভয়ঙ্কর শাস্তি।

- একটু ইন্ডাইরেক্ট হয়ে গেলনা প্রভু? বলতে পারতেন- আমি তাদের অন্তরে, কানে ও চোখে সীল-মোহর মেরে দিয়েছি। তা আগে থেকেই নিজের হাতে যাদের অন্তরে, কানে ও চোখে তালা মেরে দিয়েছেন সে তালা ভাঙ্গার সাধ্য আছে কার? তোমারই সৃষ্টি মানুষ, তোমারই হাতের তালা, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তির হেতু বোধগম্য হলোনা।

৮) আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকে, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্ ও পরকালের ওপরে’ অথচ তারা ঈমানদার নয়।

- প্রভু, বেয়াদবী ক্ষমা করবেন। বাক্যটা যেন বর্তমান কালের ওপর লিখিত মনে হয়। অতীতের লিখায় বর্তমান ঘটনার বিবরণ ! আচ্ছা, দেখা যাক কি হয়।

৯) এরা চায়, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র ওপরে যারা ঈমান এনেছে তারা যেন প্রতারিত হয়। আসলে তারা নিজেরা নিজেরই সাথে প্রতারণা করছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছেননা।

১০) তাদের অন্তরে রোগ আছে আর আল্লাহ তাদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের জন্য আছে কষ্টদায়ক শাস্তি যেহেতু তারা মিথ্যা বলে চলেছে।

- শুধু বর্তমানই নয়, কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট টেন্স ও আছে। এরা চায়, ঈমান এনেছে, ঈমানদার নয়, প্রতারণা করছে, আল্লাহ তাদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন, তারা মিথ্যা বলে চলেছে। প্রভু, আসল কথা কি জানেন? কেউ তোমার মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে খাবে, কোন মানুষ তার নিজের কথা তোমার নামে চালিয়ে যাবে, তা আমি চাইনা।

চলবে-

